দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 11 MAY 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ ...

১৫ দাবির ১২টি পূরণ হয়েছে

আলোচনায় বসুন ঃ ধর্মঘটী শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষা মন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেছেন, পরীক্ষার্থীদের জিম্মি করে কোন দাবি-দাওয়া আদায়ের চেষ্টা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই দাবিদাওয়া আদায় সম্ভব। মন্ত্রী মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধি মোতাবেক একটি বিবৃতি দেন। তিনি এসএসসি পরীক্ষা শুরুর আগে বেসরকারী শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মচারীদের ধর্মঘটজনিত

(৮-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরিস্থিতি এ সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকতাকে একটি মহান পেশা হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষকদের দাবির প্রতি সরকারের সহানুভূতি রয়েছে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান হবে। তিনি ধর্মঘটি শিক্ষকদের প্রতি কাজে যোগদানের আহবান জানান। তিনি জানান যে এক শ্রেণীর শিক্ষকের অসহযোগিতা সত্বেও এসএসসি পরীক্ষা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোন কোন সংগঠন এতে সহযোগিতা করছে না বলে তিনি জানান। তিনি সকল বিরোধীদলকে এব্যাপারে সহযোগিতা করার আহবান জানান।

মন্ত্রী এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে বেসরকারী শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মচারীদের ধর্মঘট শুরুর উল্লেখ করে বলেন, সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকবার অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ছাড়াও তিনবার তাদের আনুষ্ঠানিক আলোচনার জন্য আহবান জানায়। প্রথম সভা হয় ১৬ এপ্রিল। ২য় সভা ১৭ এপ্রিল তারিখে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে। এসব আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের নেতারা আলোচনার মাধ্যমে দাবিদাওয়া সম্পর্কে সমঝোতায় আসতে সম্মত হন। একই সাথে নেতৃবৃন্দ তাদের দাবিদাওয়ার সাথে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা পরিচালনায় অংশ গ্রহণকে সংশ্লিষ্ট না করার দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করেন। কিন্তু সরকার অত্যন্ত দুখের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির ব্যানারে কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ সত্বেও ঐ ৩টি আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের দাবিদাওয়া এবং শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন সম্পর্কে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য সকল শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি ও শিক্ষা বিভাগীয় উর্ধতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ইতিপূর্বে ১০টি কমিটি গঠন করে। ইতিমধ্যে কয়েকটি কমিটি তাদের খসড়া সুপারিশমালাও তৈরি করেছে। কিন্তু তা নিয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ না দিয়েই একতরফাভাবে কতিপয় শিক্ষক সংগঠন ধর্মঘট এবং পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচী গ্রহণ করে।

শিক্ষামন্ত্রী বেসরকারী শিক্ষকদের ১৫ দফা দাবিসহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া সমূহের মধ্যে ১২টি দাবি ইতিমধ্যেই পূরণ করেছে বলে জানান। এসব দাবির মধ্যে রয়েছে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দকে সংশোধন করে ১-৭-৯২ থেকে ১৯৯১ সালের বেতন স্কেলের অনুপাত বেতন-ভাতাদি পরিশোধ, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে বেতনভাতা বাবদ সরকার প্রদত্ত অর্থ বেতনভাতা বাবদ সরকারী অংশ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারীদের বিদ্যমান বেতনস্থলে চাকরিকালে নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিত্তিতে ১ জুলাই ১৯৯৪ থেকে টাইম স্কেল প্রদান করা হবে। এছাড়া রয়েছে চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধি, সরকার প্রদত্ত অর্থ পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

মন্ত্রী জানান, বেসরকারী শিক্ষকদের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বেসরকারী স্কুলের ১৯৭৭ সালের রেগুলেশন সংশোধন এবং ইউনেস্কো ও আইএলও-এর বিধান-এর সাথে সংগতিপূর্ণ চাকরি বিধি ও ম্যানেজিং কমিটি গঠনের বিষয়ে শিক্ষক সমিতি সমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সমূহ কর্তৃক প্রণীত সুপারিশ শিক্ষক সমিতি সমূহের সাধারণ সভায় আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করণের অপেক্ষায় রয়েছে। মন্ত্রী জানান, বেসরকারী শিক্ষকদের দাবি অনুযায়ী অবসর গ্রহণের সময়সীমা ৭০ বছরে উন্নীত করার দাবিটি সরকার গ্রহণ করতে পারেনি।

মন্ত্রী বলেন, বেসরকারী শিক্ষকদের অপর প্রধান যে দাবিটি আর্থিক সীমাবদ্ধতার নিরীখে সরকার গ্রহণ করতে পারেনি তা হল সকল বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণের দাবি। এই দাবি পূরণ করতে হলে রাজস্ব খাতে বিদ্যমান বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন ভাতা বাবদ বার্ষিক ১৫০০ (পনের শত) কোটি টাকা এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ ও বিনা বেতনে ছাত্রী শিক্ষা ও উপবৃত্তি প্রবর্তনের ফলশ্রুতিতে দ্রুত বর্ধিষ্ণু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এই ব্যয় ভবিষ্যতে ২০০০(দুই হাজার) কোটি টাকায় দাঁড়াবে। এই ধরনের বিশাল অঙ্কের রাজস্ব ব্যয় বর্তমান কিম্বা অদূরভবিষ্যতে কখনও দেশের জনগণের পক্ষে বহন আদৌ সম্ভব হবে না। তাছাড়া যেহেতু জাতীয়করণ মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপন্থি সেহেতু সকল দাতা সংস্থা ইতিমধ্যে পরিকারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা বেতন-ভাতা বাবদ আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য কোনরূপ সাহায্য প্রদান করবে না। এই প্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষে এই দাবিটি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।